সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে যারা তোমাকে বিশ্বাস করে তাদের ক্ষতি করা। সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কারণ যখন তুমি শয়তানের সাথে থাকবে তখন তুমি বিশ্বাসঘাতক হবে। তুমি হাযরাত নাবী (সাঃ) এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে তুমি নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

যখন আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদের রুহসমূহ সৃষ্টি করেন তিনি সেই দিনে আমাদের জিজ্ঞেস করেন, "আল-আসতু বিরাব্বিকুম?" "আমি কি তোমাদের আল্লাহ্ নই?" সবাই বলে, "হ্যাঁ"। তোমরা সবাই তা বলেছ। আমরা সকলে ইবাদাত করার শপথ করেছিলাম। কিন্তু বেশীরভাগ লোকই তাদের মন পরিবর্তন করে ফেলেছে পৃথিবীতে আসার পর। তারা সেই শপথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে, তারা শত্রুর সাথে যোগদান করেছে এবং তারা গাদ্দার হয়ে গেছে।

তাই আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেন বিশ্বাসঘাতকতা না করার জন্য। একে বলে গাদ্দারী। এটা সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং সবচেয়ে খারাপ। গাদ্দার সেই লোক যে শয়তানের সাথে আছে। এটা করা উচিৎ নয়। আমাদের গাদ্দারী থেকে দূরে থাকা উচিৎ, এই খারাপ চরিত্র থেকে দূরে থাকা উচিৎ। বিশ্বাসঘাতকের চরিত্র সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে অসম্মানজনক চরিত্র। এর থেকে নীচু আর কিছু হতে পারে না।

আল্লাহ্ আমাদের নাফসের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন কারণ আমাদের নাফস আমাদেরকে নিম্নতম এবং সবচেয়ে ঘৃণিত জায়গায় নিতে চায়। নাফস শয়তানের সাথে আছে। আল্লাহ্ আমাদের নিরাপদ রাখুন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১ মার্চ ২০১৬ / ২১ জুমাদ আল-আউয়াল ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।